তারিখ 31-OCT-2002
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

ভোরের কাগজ

রংপুর জেলা গণগ্রন্থাগারের বেহাল অবস্থা

অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতির রাহুগ্রাসে জর্জরিত রংপুর জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার। দক্ষ কর্মচারী সংকট, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব ও আড্ডাবাজদের নিয়মিত আড্ডাস্থলে পরিণত হয়েছে পাঠকদের প্রিয় গ্রন্থাগার।

রংপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র টাউন হল ক্যাম্পাসে অবস্থিত জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার। এরশাদ সরকারের আমলে টাউন হলের নিজস্ব জমিতে নির্মিত হয় ৩ তলা বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ভবন। নিচতলায় সামান্য কিছু বই আর দোতলায় সংবাদপত্র পাঠ কক্ষ। ৩ তলায় লক্ষাধিক দুর্লভ বই থাকলেও ওই সব বই পাঠকের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে না। সংবাদপত্র পাঠ কক্ষে দেশের বেশির ভাগ দৈনিক পড়ার সুযোগ থাকায় দোতলার প্রতি পাঠকের দুর্বলতা, সর্বাধিক। তাই দোতলাকে নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই।

গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কার্যক্রম শুরু হয় সকাল ১০টায়। প্রতিদিনের সংবাদপত্রগুলোতে রেজিস্ট্রারে তালিকাভুক্ত এবং অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ শেষে পাঠকের হাতে পৌঁছতেই এক ঘণ্টা শেষ হয়ে যায়। তারপর মাত্র ৬ ঘণ্টা পর গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে যায়। সপ্তাহের শেষ দিন আরো ২ ঘণ্টা আগে বন্ধ হয়। রাজধানীর বেগম সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার (কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তাই ছাত্র, শিক্ষক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী সকলেই গ্রন্থাগারে যাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু রংপুর জেলা গণগ্রন্থাগারে যাদের কোনো কাজ নেই অর্থাৎ বেকার ছাড়া আর কারো যাওয়ার সুযোগ নেই। গ্রন্থাগারের সময়সূচি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। সামনে রমজানের অজুহাতে আরো ২ ঘণ্টা আগে বন্ধ হয়ে যাবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হলেও বর্তমানে পাঠকদের ফাঁকি দেয়াই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য।

রংপুর জেলা গণগ্রন্থাগারে দৈনিক সংবাদ, অবজারভার, ইত্তেফাক, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, জনকণ্ঠ, মানবজমিন, প্রথম আলো, যুগান্তর, ইনকিলাব ও দিনকাল রাখা হয়। কিন্তু কোনো পত্রিকাই সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। অনেক সময় মাত্র ৭ দিন আগের পত্রিকাও পাওয়া যায় না। দৈনিক পত্রিকাগুলোর সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের অবস্থাও তাই। এ ছাড়া সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো পাঠকের কাছে আসতেই সপ্তাহ শেষ হয়ে যায়।

দোতলায় পাবলিক টয়লেট থাকলেও বর্তমানে বন্ধ, নিচতলার একমাত্র টয়লেটের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। মহিলাদের জন্য আলাদা কোনো টয়লেট নেই। তাই মহিলা পাঠকও নেই। কালেভদ্রে কেউ এলেও ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে পাঠককক্ষে যেতে দেওয়া হয় না। ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাগ জমা রাখারও কোনো ব্যবস্থা নেই। বাইরের সেলফে ব্যাগ রেখে পাঠককক্ষে যেতে বলা হলেও ব্যাগ হারিয়ে গেলে কেউ দায়িত্ব নিতে রাজি নয়।

গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মচারী সংকট বিরাজ করছে। এখানে কোনো লাইব্রেরিয়ান নেই। পিয়ন, দারোয়ান, সুইপার, ক্লিনারের পদ শূন্য। গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব যাদের দেওয়া হয়েছে তারা দিনের বেশির ভাগ সময় অনুপস্থিত থাকেন। এই সুবাদে অনেক পাঠক পত্রিকার পাতা কেটে নিয়ে যায়। গ্রন্থাগারের বাইরের পরিবেশ আরো খারাপ। চারপাশে মাদকাসক্তদের আড্ডা বসে। চত্বরের রিকশাওয়ালা ও চা-দোকানগুলোতে পাওয়া যায় মাদকদ্রব্য। টাউন হলে প্রতিদিন বিভিন্ন সংগঠনের মিটিং হয়। অডিটরিয়ামের বাইরে চারদিকে মাইক লাগানোর ফলে অসহ্য মাইকিং হামলে পড়ে কানে।

গ্রন্থাগারের পাঠকদের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কার? এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ওমর আলী
গুপ্তপাড়া, রংপুর।